মিলন-আহ্বান। *

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ হঠাৎ চোখে পড়িল ধরণীর বিরাট সাজ। নীলাকাশের মাঝখানে কোথাও একটু আড়ম্বর নাই। তাহার আনন হইতে অবগুণ্ঠন খসিয়া গিয়াছ—কচি ঢলঢল মুখখানির উপর হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে তাহার চকিত চাহনির ভিতর আনন্দের দামামা বাজিতেছে। তাহার চারিদিক্ ঘেরিয়া প্রকৃতি উৎসবে মাতিয়া আছে—তটিনী কলকলতানে উৎসবের বার্ত্তা বহিয়া ছুটিয়াছে—পুকুরে পদ্ম ফুটিয়া কাহার আশা পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছে—বাতাস ফুলের সাজি ভরিতেছে—ভাবিলাম আজি এত আনন্দ কেন? বুঝিলাম মা আসিতেছেন—মা আমাদের জগদম্বা—জগদ্ধাত্রী। মা আসিবেন—চারিপাশে তাহারই আয়োজন, ভাবিলাম, ভাবিতে ভাবিতে আনন্দের শিহরণে চমকিয়া উঠিলাম,—কে যেন উৎসবে মাতাইয়া দিল, তাইত আজ এই আয়োজন। এমনি করিয়াই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুগণ আরও আটটী উৎসব করিয়া গিয়াছেন। আজ হয়ত আমাদের মধ্যে তাহাদের কেহ কেহ উপস্থিত আছেন হয়ত বা অনেকেই নাই, কিন্তু তাহারা চাক্ষুষভাবে উপস্থিত না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে আমাদের প্রাণের যে একটী যোগাযোগ হইয়া গিয়াছে—তাহাদের প্রাণ যে আমাদের প্রাণের সাথে একসুরে গাঁথা—সেই সুরসঙ্গীত সংযোজনা করিয়াছে এই মিলনের উৎসব। তাই মিলনের উৎসবে আসিয়া 'We look before and after' ('আগু পিছু চাই')—এটা যে মানুষের ধর্ম্ম, আমরা যে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারি না। তাইত জীবন্ত বর্ত্তমানের (Living present)

* ক্যানিং হোষ্টেলের নবম বার্ষিক মিলন-উৎসবে পঠিত।

বুকের উপর দাঁড়াইয়া আমরা মৃত অতীতের (Dead past) দিকে উদাস অগ্রাহ্যের সহিত চাহিতে পারিনা—সে যে জীবন্ত হইয়া দেখা দেয়, বিচিত্র ভঙ্গিতে সাজিয়া আসে, হৃদয় দুয়ারে আসিয়া ধাক্কা দেয়। তাই পুরাতনকে আমরা বড় ভালবাসি, পুরাতনকে আমরা চাই—পুরাতন বলিয়াই নয়, সে যে নূতনের দূত সাজিয়া আসে, নূতনরূপে হৃদয়পদ্মে ফুটিয়া উঠে, আমাদের প্রাণের কথা কয়—প্রাণটাকে একেবারে মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরে। তাই দেখি মিলনের বাণী যে সুরের মোহ রচনা করে, তাহাতে ভূত ভবিষ্যতের ব্যবধান একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যায়। যুগের পর যুগ একেবারে, রেখাহীন একটানা বহিয়া চলিতেছে, কোথাও একটু বাধা নাই, বিরাম নাই। তাই মনে হয় আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যেন একটা যুগ—তাদের পৃথক করিয়া দেখা যায় না—সেরূপ ভাবে দেখিতে গেলেই কোথায় যেন টান পড়ে—সেখানেই দেখি মিলনের সূত্রটী। তাই অতীত বর্ত্তমানের সহিত এই মিলনের সূত্র বাঁধা—একেবারে অচ্ছেদ্য, অটুট বন্ধন। তাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই মিলনের প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে নানারূপে দেখা গিয়াছে কিন্তু সকলের অন্তর্নিহিত সাধনার বস্তুটীর স্বরূপ একই ছাঁচে ঢালা। তাইত মিলনের দেবীকে বলি,—

'কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।'

আমাদের বন্ধুগণও এ মিলনের চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্নকালের ভিন্নমুখী প্রাণগুলিকে এক সূত্রে বাঁধিবার জন্য এই মিলনের বৈঠক বসাইয়াছেন। যদিও সকল মানুষের জীবনে ধারার এক নয়,

যদিও রুচি ও রীতির পরিবর্ত্তন কালধর্ম্ম তথাপি সকল মানুষের ভিতরেই একটা ঐক্যের নিবিড় বন্ধন আছে—সেটাই মিলনের আকাঙ্ক্ষা। বন্ধুগণ যে মিলন উৎসব করিয়া গিয়াছেন, তাহার পৌরহিত্য করিয়াছেলেন স্বর্গীয় দেশবন্ধু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি দেশমাতৃকার কৃতী সন্তানগণ। দেশবন্ধু আজ নাই—জানিনা তিনি কোন্ সুরলোকে বসিয়া দেশহিতের ব্রতে মাতিয়া আছেন কিন্তু যেখানেই তিনি থাকুন, আমাদের সাথে তাঁহার প্রাণের যে মিলন হইয়াছে, সেই মিলনের কাছে স্বর্গমর্ত্ত্যের ব্যবধান নাই—সেই মিলনের মন্ত্র স্বর্গকে টানিয়া আনিয়া মর্ত্ত্যের পাশে দাঁড়া করাইয়া দেয়। আজ আমাদের এই মিলন-উৎসবের হোতা মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় আমরা দিব না, আজ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিবার দিন নয়, আজ প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন,—প্রাণে প্রাণে বিনিময়।

এই শরৎকালের গহন কাননে, আকাশ বাতাসে যে সঙ্গীত বাজিয়া উঠে, তাহা আসিয়া আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে, আর হৃদয়বীণাও সেই সুরে বাজিয়া উঠে। ইহার মত্ততা প্রাণ মনকে একেবারে ডুবাইয়া দেয়। যত দুঃখ গ্লানি, শোকতাপ, হা হুতাশ আনন্দের ঘূর্ণিতে পথ হারাইয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। কেবলি আনন্দ, চারিদিকে কেবলি আনন্দের কলরব। তাইত কবির কণ্ঠ ছাপাইয়া বাহির হইল—

'আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।'

এই যে আনন্দের উচ্ছ্বাস, ইহাত বদ্ধকূপের মত রুদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহার মধ্যে একটা পরিপূর্ণতার ভাব আছে তাই যে ক্ষুদ্র সীমার বাঁধন কাটাইয়া সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। সে

যে শুদ্ধ, সে যে মুক্ত, সে ত ব্যক্তি বিশেষের বা সমষ্টি বিশেষেরই ভোগ্য নহে, সে যে সবাইকে টানিয়া আনিয়া এক করিয়া দিতে চায়—

'আনন্দেরি সাগর হতে এসেছে আজ বান
দাঁড় ধরে বস্‌রে সবাই, টানরে সবাই টান।'

যখন আনন্দের বান ডাকে, সেখানে তখন সবারই ডাক পড়ে। কারণ মানুষের যে দিকটা কোমল ও নমনীয় তাহাতে সহসা আঘাত লাগিলে, তাহা আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারে না। তাইত আনন্দের দিনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এ মিলন জিনিষটা বড় চমৎকার। প্রয়োজনের দিনে আপন কাজের মধ্যে মানুষ ক্ষুদ্র, নিঃস্ব একাকী। সে আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ কিন্তু মিলনের দিনে, উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, বহু; সে দিন সে বিশ্ব পিতার সন্তান, সে দিন সে বিশ্বমানবতার অংশরূপে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়—সেদিন সে রিক্ততার আড়ম্বর নহে, সে দিন সে পরিপূর্ণতার পূর্ণ শান্ত ছবি। সেদিন 'কি যেন নাই' এর আকুল ক্রন্দনে তাহাকে ব্যথা দেয় না, সে দিন তাহার 'সকলই আছে।' সমস্ত হারান জিনিষ সেদিন তাহার 'পাওয়া'র মধ্যে। সে দিন হাস্য কলরবে সঙ্গীত ছন্দে তাহার শূন্যতা ভরিয়া উঠে—সেদিন সে সম্পূর্ণতার অবতার। তাই সে বলিতে পারে—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।'

যদিও এটা একটা পাগলের মত্ততা তবুও এই মিলনের এই আনন্দের একটা বিশেষ ধারা আছে। এই উন্মাদনার ভিতর ভেদাভেদের সংকীর্ণ গণ্ডী নাই ছোট বড় লইয়া কোন শুষ্ক প্রশ্ন সেখানে উঠেনা। মাপ কাঠিতে মাপিয়া দাঁড়ি পাল্লার ওজনে হিসাব

নিকাশের কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া সে আনন্দের ভাগবাটারা চলে না। লাভ লোকসান—এই উভয় কোঠাই তাহার শূন্য পড়িয়া রহে। সে যাকে পায়, তাহাকেই নাচাইয়া তুলে। তার কাছেও আপন পর নাই। সে বেশ জানে—

'ভুলিয়া যারে আত্মপর,
পরকে নিয়ে আপন কর
বিশ্ব যে তোর নিজের ঘর—।'

তাই হে অমৃতনিষ্যন্দিনী আনন্দের ধারা আজ আমাদের অন্তরের সমস্ত মলিনতা ঘুচাইয়া দাও, আমাদের মিলনমন্ত্রে বিশ্ব ধ্বনিয়া উঠুক, তোমার মঙ্গল আরতির ধূপ ধুনায় অমঙ্গল কলুষ ধুইয়া গিয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি হউক। আমাদের মিলনকে সার্থক কর, সংকীর্ণতার গণ্ডী মুছিয়া ফেল, সমস্ত ভেদের প্রাচীর ধ্বসিয়া যাউক, আমাদের ললাটে জয়তিলক পরাইয়া দাও, আজ আমরা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইব। আমাদের ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, কামান নাই, বন্দুক নাই—এসবে আমাদের প্রয়োজনও নাই কারণ আমরা চাই চিত্তজয়, বিত্তজয় নয়। তাই কামান বন্দুকের মধ্য দিয়া পশ্চাত্য দেশে আজ সভ্যতার যে শয়তান মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে তাহার সেই নির্দ্দয় নির্ম্মম ভ্রূকুটী-কুটিল মুখখানির দিকে চাহিলেই হৃদয় দুরু দুরু করে, তাহার অন্তরের ক্রূর অভিসন্ধি জ্বলন্তভাবে তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে কেবল 'অহমিকা'র ভাবই ব্যক্ত; সকলকেই ফাঁকি দিয়া আমি বড় হইব, ইহাই সেই সভ্যতার গোড়ার কথা। তাই সে সভ্যতা বিবাদ বিসংবাদের পঙ্কিলতায় ঘোলাটে, স্বার্থসিদ্ধির ধোঁয়ায় অন্ধকার, ভেদনীতি তাহার মেরুদণ্ড। কিন্তু আমরা সেই সভ্যতার উপাসক নই, তাই আজও আমরা সে সভ্যতাকে বড় করিয়া দেখিতে পারি নাই, সে সভ্যতা আমাদের গ্রাহ্য হয় নাই, আমাদের দুয়ারে ধাক্কা মারিয়া ফিরিয়া

গিয়াছে। চিরকালই আমাদের সভ্যতা মিলনাত্মক, পাশ্চাত্যজাতির সভ্যতার মত তাহা বিরোধাত্মক নয়। আমাদের সভ্যতা সকলের বৈশিষ্টকেই বজায় রাখিয়া সকলকেই আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছে, বুকে টানিয়া লইয়াছে, একেবারে আপনার করিয়া লইয়াছে। পাশ্চাত্যজাতির চেষ্টা সকল প্রতিষ্ঠানকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের নিজের ছাঁচে গড়িয়া তোলা, কাহাকেও সে নিজের মত থাকিতে দিবে না। কামান দাগিয়া তাহার সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে, সে কাহাকেও প্রাণ দেয় নাই, তাহার সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভীতির শৃঙ্খল বর্ত্তমান। কিন্তু ভয় দেখাইয়া মানুষকে শাসন করা যায়, জয় করা যায় না। কামান দাগিয়া ভস্মের ঢিপি করা যায় মানুষের দেহকে কিন্তু আত্মাকে নাগাল পাওয়া যায় না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ ন শোষয়তি মারুতঃ।'

কিন্তু আত্মাকে জয় করা যায় প্রেমের দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সে যে প্রেমের হাতে ধরা না দিয়া পারে না। তাই বলিতেছি আমাদের বিশ্বজয়ের অস্ত্র—প্রেম আর আনন্দ, কারণ আমরা যে মিলনের প্রয়াসী, বিশ্বের ভেদ যে আমরা ঘুচাইব, আমরা যে সবাইকে টানিয়া এক করিব, সবাইকে নিয়া মাতামাতি করিব, আমাদের এই আনন্দের ভাগ সবাইকে দিতে হইবে, সবাইকে ডাকিয়া বলিতে হইবে 'ওহে তোমরা এস, আমাদের সাথে মিলবে, এস, এ আনন্দের ভাণ্ডার লুটিয়া নাও।' প্রেমের ধারা এমনি—এযে বাঁধনহীন—এযে সীমা হইতে অসীমে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। তাইত প্রেম বিলাইতে গিয়া সুভদ্রা দেখিলেন—

'পিতা পুত্র ভগ্নী ভ্রাতা শত্রু মিত্রমহাবিশ্বে
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়

অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কিযেলো অনন্ত আছে
প্রেমসিন্ধু সেইদিকে ধায়।'

গৌরাঙ্গদেবও একদিন এই প্রেম-গঙ্গায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে বলিয়াছিলেন—

'মেরেছিস্ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেব না।'

এইত প্রেমের স্বরূপ—এযে আপন ভোলা চিদানন্দ স্বরূপ।

এই প্রেম দিয়াই ভারতবর্ষ সবাইকে জয় করিয়াছে। কত শক হুণ মোগল পাঠান এদেশে আসিয়া যুদ্ধ করিল, জয়ী হইল, ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল, রাজ্য গড়িল, ভাঙ্গিল, কিন্তু এই প্রেমের কাছে ধরা না দিয়া পারিল না। তাহারা ভারতকে জয় করিতে আসিয়া পরাজয় মানিল। কেহই এই মিলনের ডাক অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, সবাইকে ভারত আপন করিয়া লইল। কেহই বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের পথ খুঁজিয়া পায় নাই, বৈষম্যকে বজায় রাখিয়া কেহই ঐক্যের সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই, ভারতবর্ষই সকলকে এই পথ দেখাইয়াছে, সবাইকে ডাকিয়া বলিয়াছে, ওহে প্রেম আর আনন্দ ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, ইহা অতীন্দ্রিয়, ইহার অধিকার আত্মার উপর, ইহার দাবী দেশকাল পাত্রবিভেদের অনেক উপরে, আজকের এ মিলন বৈঠকে তোমরা এস।' এযে প্রাণের ডাক—কি করিয়া অবহেলা করিবে? 'বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে।' তাই বাঁধনে টান পড়িলে কি আর থাকা যায়? তখন মিলনের বাণী সার্থক হইয়া উঠে, আনন্দের মোহে প্রেমের স্পর্শে নূতন জীবন খেলিয়া যায়। সেদিন মানুষ নিজের মধ্যে নূতন শক্তি লাভ করে, সেই শক্তি শুধু তাহার ব্যক্তিত্বকেই আশ্রয় করিয়া বাঁচিতে পারে না, সে তাহার শক্তির উৎস বিশ্বের কাজে

উৎসারিত করিয়া দেয়। সে একটা অভিনব প্রেরণা প্রাণের মধ্যে অনুভব করে—

'ওটিনীর মত যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান
না জানি কেনরে আজি এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।'

মিলনের এই যে একটা মস্তবড় দিক, এটাই আমরা চাই।

'আশ্বিনের মাঝা মাঝি, উঠিল বাজনা বাজি।' তাই গৃহে যাইবার জন্য প্রবাসী মন আকুলি বিকুলি করিতেছে—মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে যে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে কবে গ্রামের সেই ছোট্ট আঁকা বাঁকা পথটীর সহিত, সেই ঘাটবাঁধান পুকুরটীর সহিত, সেই মাঠের ধারে বকুল গাছটীর সহিত পরিচয় হইবে। কবে বাড়ী যাইয়া মায়ের দুয়ারে হাত ধরাধরি করিয়া সবাই মিলে দাঁড়াইতে পারিব। কবে দেখিব ছোটবড় উচ্চনীচ বিভেদ অতলে তলাইয়া গিয়াছে, কবে দেখিব আত্মকলহ দূর হইয়া বন্ধুত্বের বাঁধন ঘনাইতেছে —কবে দেখিব গ্রামবাসী, দেশবাসী ভাইগণ আমাদের হইতে তফাৎ নয়, তারা আমাদেরই আপন, আত্মীয়, একেবারে এক ঘরের লোক— 'Ours is a world-wide fatherland'—তাই আমাদের এই বিশ্বজয়ের প্রথম স্তর আমাদের গৃহ তারপর প্রতিবেশী, তারপর দেশবাসী ও সবার শেষে বিশ্বমানবতা। তাই ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন —"The spheres of our duty are like so many concentrated circles. It begins at home, extends

to the neighbours, then to the country men and at last it embraces humanity.'

আজ আমরা বিশ্বমানবতার মিলন প্রয়াসী। প্রথম ঠিক করিব আমরা আপন ঘর, কারণ ঘরকে ঠিক করিতে না পারিলে পরকে পারিব কেমনে? আমাদের নিঃস্ব অজ্ঞ ভাইগুলিকে কাছে ডাকিয়া বলিতে হইবে 'তোমরা নীচ নও, তোমরা ছোট নও, তোমরা যে আমাদের ভাই, তোমরা এস, এই আনন্দ উৎসবে তোমরা না মাতিলে ইহা যে সার্থক হইবে না'—যদি না পারি 'তবে মিছে সহকার শাখা তবে মিছে মঙ্গল কলস।'

আজ মিলনের দেবী স্বর্গ হইতে ছুটিয়া আমাদের মাঝখানে আসিতেছেন, তাহার দশহস্তে দশপ্রহরণ—আমাদের হিংসা দ্বেষ, কুটিলতা বিনাশ করিয়া মিলনের পথ শাশ্বত করিয়া দিবেন। তাই আমাদের আজকের এই মিলনের বাণী হইবে :—

এস হে আর্য্য, এস হে অনার্য্য
হিন্দু-মুসলমান।
এস এস আজ, তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার
এসহে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।'

শ্রীপুলিন বিহারী পাল।
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী, কলাবিভাগ।